لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায় ঃ ১৭শ বর্ষ ঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর ঃ ১৯৬৩ সন ঃ ৯ম সংখ্যা

মিনারাতুল মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্-তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদা-তা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—

আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক ঃ—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲. প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

আহ্‌মদী
১৭শ বর্ষ

সূচীপত্র

৯ম সংখ্যা
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ১৯৩
॥ হাদিস	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্‌	॥ ১৯৪
॥ হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ১৯৬
॥ জুমআর খুৎবা	॥ হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সানি (আইঃ) অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ১৯৭
॥ মওদূদী সাহেব সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত	॥ আবু আহমদ তবশির চৌধুরী	॥ ২০৪
॥ পরকাল	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ২০৭
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল	॥ মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	॥ ২১৪
॥ হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর মৃত্যুর ঘটনা	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ২১৭

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
وعلی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ :: ১৫ই সেপ্টেম্বর : ১৯৬৩ সন : ৯ম সংখ্যা

কোরআন করীমের অনুবাদ

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ বাকারাহ্‌

চতুস্ত্রিংশ রুকু

২৫৭। ধর্ম বিষয়ে কোন প্রকার জবরদস্তি (করার বিধান) নাই, (যেহেতু) সত্যপথ ভ্রান্তি হইতে (এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য) নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট হইয়াছে। অতএব (অবহিত হও) যে ব্যক্তি (স্বেচ্ছায়) তাগুতকে[1] (মানিতে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে অটুট এক (অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য) হাতলকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছে; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

১। সত্যের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের দলপতি।

২৫৮। আল্লাহ্ তাহাদিগের বন্ধু যাহারা ঈমান আনিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে আলোকের দিকে আনয়ন করেন, এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগের বন্ধু তাগুত। ইহারা তাহাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকাররাশির দিকে আনয়ন করে। ইহারা অগ্নির অধিবাসী ; সেইখানেই তাহারা থাকিবে।

২৫৯। তোমরা কি তাহার কথা শোন নাই,. যে ইব্রাহীমের সহিত তাহার প্রভুর সম্বন্ধে বাকবিতণ্ডা করিয়াছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাহাকে রাজত্ব দান করিয়াছিলেন ? যখন ইব্রাহীম (তাহাকে) বলিলেন, "তিনি আমার প্রভু যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন।" (তখন সে বলিল), "আমিও জীবন ও মৃত্যু দান করিয়া থাকি।" ইব্রাহীম (উত্তরে) বলিলেন, (যদি এ কথা সত্য হয়) তাহা হইলে (যেমন) আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব (দিক) হইতে আনয়ন করেন, তেমনি (এখন) তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে আনয়ন কর।" ইহাতে সেই অবিশ্বাসী হতবাক হইয়া গেল। এবং (এই রূপ হওয়াই উচিত ছিল, যেহেতু) আল্লাহ্ অত্যাচারী জাতিকে (বিজয়ের) পথ প্রদর্শন করেন না।

(ক্রমশঃ)

হাদিস

মৌলবী মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبى الا قد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور و ان ربكم ليس باعور- مكتوب بين عينيه ك - ف - ر -
(بخاری - و مسلم)

হযরত আনাস হইতে বর্ণিত : রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন, এমন কোন নবী

নাই যিনি স্বীয় উম্মৎকে মিথ্যাবাদী কানা দাজ্‌জাল সম্পর্কে সতর্ক করেন নাই। জানিও যে, দাজ্‌জাল কানা এবং তোমাদের প্রতিপালক কানা নহেন; তাহার (দাজ্‌জালের) কপালে কাফ, ফে, রে লিখা থাকিবে।

(বোখারী, মুসলিম)

এই হাদিসেও আঁ-হযরত (দঃ) কাশফে দাজ্‌জালকে যেরূপ দেখিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদিসেও পূর্ব বর্ণিত হাদিসে কানা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কানা শব্দের কতক তাৎপর্য্য আমরা পূর্ব বর্ণিত হাদিসে করিয়া আসিয়াছি, স্বপ্ন জগতের অধিকাংশ বিষয়ই তাবিল যুক্ত, এই কথাও আমরা বহুবার বলিয়া আসিয়াছি, আবার সঠিক তাবিল বা ব্যাখ্যা তখনই সম্ভবপর যখন সে স্বপ্ন পূর্ণ হয়। এখন আমরা 'কানা' শব্দটির তাৎপর্য্য কোরআনের আলোতে করিলে 'কানা দাজ্‌জাল' চিনিতে মোটেই মুশ্‌কিল হইবে না। আল্লাহ-তা'লার ধর্মের সরল বিধান যাহারা বুঝে না; আবার যাহারা বুঝিয়াও অবুঝের মত কাজ করে, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌-তা'লা বারবার অন্ধ ও কানা বলিয়াছেন। যাহারা পার্থিব বিষয়ের চুল চেরা বিচার করে এবং উহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া লয়, জড়ের মোহ যাহারা কাটাইতে পারে না, তাহাতেই যাহারা নিমজ্জিত থাকে; জড় স্বার্থ ব্যতীত যাহারা আর কিছুই বুঝেনা; ধর্মের সংগে যাহাদের আদৌ সম্পর্ক নাই, তাহারা যে অন্ধ ইহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। ইহাদিগকেই আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুল অন্ধ বলিয়াছেন। অন্ধ অর্থে চর্ম চক্ষু অন্ধ নহে; বরং যাহাদের চর্ম চক্ষু কানা অথচ তাহাদের ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান আছে, কোরআন কখনও তাহাদিগকে ধর্মান্ধ বলে নাই। ধর্মের জ্ঞান যাহাদের নাই, যাহারা ধর্ম বুঝেনা তাহাদিগকেই কোরআন অন্ধ বলিয়াছে। এখন আলোচ্য হাদিসের মিথ্যাবাদী কানা দাজ্‌জাল খ্রীষ্টান জাতিকেই বুঝায়; কেননা পার্থিব বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান গরিমা থাকা সত্ত্বেও তাহারা ধর্মের দিক দিয়া একেবারে অন্ধ। আকাশের গ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া পাতালের নীচে কি আছে যাহারা অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়; যাহাদের পা মাটিতে ঠেকেনা, আকাশে উড়িয়া বেড়ায়; যাহারা জড় সম্পর্কে বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও এক জন দুর্বল মানুষকে খোদা বলিতে দ্বিধা করে না, তাহারা কানা ছাড়া আর কি হইতে পারে? এই জন্যই আঁ-হযরত (দঃ) স্বপ্ন জগতে দাজ্‌জালের ডান চক্ষু কানা দেখিয়াছেন। ডান চক্ষু বলিতে ধর্মকে বুঝায় এবং বামচক্ষু বলিতে জড়কে বুঝায়। এই জন্য দাজ্‌জাল জাতি জড়ের দিক দিয়া বিচক্ষণ হইলেও ধর্মের দিক দিয়া একেবারেই অন্ধ।

(ক্রমশঃ)

হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

নামাজ এবং অনুতাপ হৃদয়ের অমনোযোগীতা ও শ্লথের ঔষধ।

সদা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিবার পর উৎসাহ, আগ্রহ এবং তত্ত্ব জ্ঞানের পুরস্কার লাভ হয়।

নামাজ ও অনুতাপ অমনোযোগীতার উৎকৃষ্ট ঔষধ। নামাজের মধ্যে দোওয়া করা কর্তব্য, "হে আল্লাহ্, আমার এবং আমার পাপ সমূহের মধ্যে দুরত্বের সৃষ্টি কর।" মানুষ নিষ্ঠার সহিত দোওয়া করিলে নিশ্চয় তাহার দোওয়া কোন না কোন সময়ে মঞ্জুর হইয়া যাইবে। ব্যস্ত হওয়া ভাল নয়। কৃষক শস্য বপন করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে ফসল কাটেনা। যে ব্যক্তি অধৈর্য হয়, সে নিজের ভাগ্যকে নষ্ট করে। সাধু ব্যক্তির লক্ষণ অধৈর্য না হওয়া। ধৈর্য হারা বহু ব্যক্তিকে অত্যন্ত হতভাগ্য দেখা গিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি বিশ হাত কুপ খনন করিয়া এক হাত ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে অধৈর্য-হেতু খনন ক্রিয়া অসম্পূর্ণ রাখার জন্য তাহার সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়। যদি ধৈর্যের সহিত সে আর একহাত খনন করে, তাহা হইলে সে সফলতা লাভ করে। সদা দুঃখ ভোগের পর বান্দাকে উৎসাহ, আগ্রহ ও তত্ত্ব জ্ঞানের পুরস্কার দেওয়া আল্লাহ্‌র নিয়ম। পুরস্কার সহজলভ্য হইলে উহার কোন মর্যাদা থাকে না। সাদী কেমন সুন্দর বলিয়াছেন :

گر نبا شد بدوست راه بردن
شرط عشق است در طلب مردن

বন্ধুর সহিত পথ চলা যদি না হয়;
তাহাকে লাভ করার পথে মরাই ভালবাসার নিয়ম॥

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

●

কস্তুরী দেখিয়া মুর্খ যদি নাক ঢাকে,
দুর্গন্ধ বলিয়া শত নিন্দা করে তাকে;
কস্তুরীর অপযশ তাতে নাহি হয়,
মুর্খেরে পাগল কিন্তু সকলই কয়।

—সাদী

জুমআর খুতবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (আইঃ)

পরস্পরের মধ্যে একতা ও ভালবাসার সৃষ্টি কর, কারণ ইহা ব্যতীত কোন জাতি সফলতা লাভ করিতে পারে না।

যদি তোমরা নিজেদের অপরাধের ক্ষমা আল্লাহ্-তা'লার নিকট পাইবার প্রত্যাশী হও তাহা হইলে তোমরা আপন ভ্রাতাগণের সহিত ক্ষমা ও মার্জনার ব্যবহার করিবে।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলিয়াছেন, আল্লাহ্-তা'লা আপন ফজলে মুসলমানদিগের জন্য স্বয়ং একটি নির্দোষ কর্মসূচী দান করিয়াছেন। উহা এমন এক কর্মসূচী যাহা সকল মজহাবের শিক্ষা হইতে উৎকৃষ্ট, উন্নত ও পূর্ণাঙ্গীন। কিন্তু ইহা সত্বেও আমি দেখিয়াছি যে, কতকগুলি এমন লোকও আছে যাহারা নির্দেশিত পথ পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের জন্য নূতন রাস্তা অবলম্বন করে। ইহার জন্য তাহারা নিজেরাও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয় এবং অন্যকেও দুঃখ-কষ্টে ফেলে। খোদা-তা'লার ফজলে আমাদের জমাত এখন দিন দিন উন্নতি করিতেছে এবং এমন দূর দূর এলাকায় ছড়াইয়া পড়িতেছে যেখানকার মানুষ পূর্বে আমাদিগের জমাতের নাম পর্যন্ত জানিত না। তাহারা ইহাও অবগত ছিল না যে, পৃথিবীতে কেহ মসিহ্ বা মাহদী হইবার দাবী করিয়াছেন। তাহাদের নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছিল তখন তাহারা ইহার সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করিয়া দিল। কখনও কখনও ইহার বিরুদ্ধাচরণও হইয়াছে এবং কখনও কখনও লোকে গালিগালাজও করিয়াছে। কিন্তু অবশেষে আল্লাহ্-তা'লা কাহারও কাহারও অন্তর খুলিয়া দেন এবং তাহারা সেলসেলায় দাখিল হইয়া যায়। সত্য কথা এই যে, দুনিয়ার দূর দূর এলাকায় সেলসেলা নিজের রাস্তা নিজেই প্রশস্ত করিয়া লইতেছে, যে ভাবে নদীর পানি চলার পথে নিজের রাস্তা করিয়া বহিয়া চলিতে থাকে। মানুষের জন্য সড়ক তৈরি করা হয়; কিন্তু নদীর জন্য রাস্তা বানান হয় না। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া নদী নিজের রাস্তা নিজেই করিয়া লয়। ইহার সম্মুখে যে বাধা আসে, তাহা সে নিজেই অপসারিত করিয়া ফেলে। মোট কথা নদীর জন্য যেমন পথ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হয় না, তেমনই সমস্ত এলাহী সেলসেলার দৃষ্টান্তে ও সাদৃশ্যে আহ্মদীয়া সেলসেলার জন্য পথ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার জন্য আপনা আপনি রাস্তা তৈরি হইয়া যাইতেছে এবং জমাত বাড়িয়া যাইতেছে। নূতন দেশ, নূতন গ্রাম, এবং নূতন দেশের অধিবাসী ইহা গ্রহণ করিয়া চলিতেছে। যখন কোন সেলসেলার প্রচার বিভিন্ন দেশে আরম্ভ

হইয়া যায়, তখন তরবিয়তের কাজ দুর্বলতর হইতে থাকে। এই জন্য নবীদের যুগে তাঁহার অনুগামীগণকে যে রূপ ও রঙে দেখা যায়; পরবর্তীদের মধ্যে উহা দেখা যায় না। ইহার কারণ এ নয় যে, জমাত আধ্যাত্মিকতায় দুর্বল হইয়া যায়; বরং ইহার কারণ এই যে, এমন জায়গায় জমাত গঠিত হয়, যেখানে পুরা দস্তুর তরবিয়ত হওয়া সম্ভবপর নহে। তরবিয়তকারীগণের দায়িত্ব এত বিস্তারিত হইয়া পড়ে যে, নিকটবর্তী এলাকা গুলিরও পুরাপুরি তত্ত্বাবধান করা সম্ভবপর নহে। সেই জন্য অনেক লোকের তরবিয়তের মধ্যে অভাব থাকিয়া যায় এবং ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করা সম্ভবপর হয় না। এইসব লোকের ত্রুটি বিচ্যুতি বিরুদ্ধবাদীগণের নজরে পড়ে; কিন্তু হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ পূর্ণ তরবিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তাহাদের অপেক্ষাও যাহারা উত্তম, যাহারা পিতা ও বা পিতামহ স্থানীয়, তাহাদের গুণরাজি দৃষ্টিপথে পড়ে না। তাহাদিগের পুণ্য, তরবিয়ত শূন্য ব্যক্তিদের অপকর্মের নীচে ঢাকা পড়িয়া যায়। যেমন একটি মাছ পুকুরের সমস্ত পানিকে ঘোলা করিয়া ফেলে তদ্রূপ আংশিক তরবিয়তপ্রাপ্ত দুর্বল ব্যক্তিগণও নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতি দ্বারা অপর সকলের উত্তম অবস্থাকেও ঢাকিয়া দেয়। কোন জমাতের সর্বাপেক্ষা বিপদের সময় তখনই হয়, যখন এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। তাহাদের নিজেদের মধ্যে কোন ঘটনা ঘটিলে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। যখন তাহাদের সংখ্যা কম থাকে তখন অন্যের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাকার কারণে তাহাদিগের লড়াই ঝগড়া, বিভেদ ও মনোমালিন্য অন্যের সহিত হইয়া থাকে। তখন তাহাদের দৃষ্টিতে আপস সংক্রান্ত দোষ ঢাকা থাকে। অথবা এই রকম অবস্থায় তাহারা অযথা পরস্পরের দোষ অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা অনুভব করে না। কিন্তু যখন শান্তি স্থাপিত হইয়া যায় তখন অন্যের দোষ দেখার পরিবর্তে আপসের মধ্যে দোষ অনুসন্ধানে লাগিয়া যায়। যেভাবে অন্যান্য সেলসেলার ব্যাপারে খাটিয়া আসিয়াছে সেইরূপ আমাদের জমাতের ব্যাপারেও ঘটিয়া থাকে। যেভাবে তাহাদিগের এই ফেৎনার মোকাবেলা করা প্রয়োজন হইয়াছিল সেইরূপ আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় যেন আমরা ইহার মোকাবেলা করি। আমি দেখিয়াছি পুরাতন জমাতগুলির মধ্যে যাহারা সংখ্যায় অধিক এবং যাহারা নিজেদিগকে নিরাপদ মনে করে, তাহাদিগের মধ্যে আপসে অনেক বিভেদ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যেখানকার মানুষ বিরুদ্ধবাদীগণের মোকাবেলায় দৃঢ়রূপে খাড়া আছে এবং জমাত নূতন সেখানে বিভেদ নাই; পরন্তু ভালবাসা ও সৌহার্দ রহিয়াছে। যেখানে যেখানে দুর্বলতা পাওয়া যায় সেখানকার লোক যেহেতু কর্মরত থাকে, সেই জন্য তাহারা যদি বাহিরে কাজ করিতে না পায় তাহা হইলে আপসের মধ্যে বিবাদ বিষম্বাদ বাধাইয়া দেয়। সেইজন্য আমি বন্ধুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যে, প্রকৃত

সম্পর্কতা সর্বদা রূহানিয়ত দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যে ইমান অবশেষে পরিনামে মন কষাকষি, বিভেদ ও অনৈক্যে পর্যবসিত হয় উহা সত্যকার ইমান নহে। ইহার মধ্যে কোন দোষ, কোন দুর্বলতা বা ত্রুটি নিশ্চয় ছিল। আমি বহুবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, যত ঝগড়া ও মনোমালিন্য ঘটে তাহার কারণ এত তুচ্ছ যে, তাহা দেখিয়া অবাক হইতে হয় যে, বুদ্ধিমান মানুষ কি ভাবে ইহার ভিত্তিতে ঝগড়া সৃষ্টি করিতে পারে। যখন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে ঐ ঝগড়ার মীমাংসার জন্য পাঠান হইয়াছে তখনই তার সন্তোষজনক মিটমাট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে তাহারাই অবাক হইয়া বলাবলি করিতে থাকে 'বড় শীঘ্র মিটমাট হইয়া গেল।' কিন্তু মীমাংসা শীঘ্র হইবার মধ্যে আশ্চর্য হইবার কিছু ছিল না। আশ্চর্য হইবার কথা ইহাই ছিল যে, এত তুচ্ছ কথা লইয়া কি ভাবে বাদ বিষম্বাদ হইয়াছিল। আসল কথা এই যে, যখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাদের সম্মুখে ঘটনার স্বরূপ তুলিয়া ধরে, তখন ইহার তুচ্ছতা তাহাদের বিবেক ও বুদ্ধিকে ভর্ৎসনা করিতে থাকে যে, তাহারা এত ক্ষুদ্র কথা লইয়া লড়াই ঝগড়া করিয়াছে। তখন তাহাদের অন্তর পরিষ্কার হইয়া যায়। তখন তাহারা মনে করিতে থাকে যে, এমন কোন বিশেষ উপকরণ সৃষ্টি হইয়াছিল যদ্বারা বিষয়টি সহজে মীমাংসা হইয়া গেল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঝগড়া বিবাদের কারণ খুব দুর্বল প্রকৃতির হইয়া থাকে এবং যখন ঐ দুর্বলতা দেখাইয়া দেওয়া হয়। তখন বিবাদ দূর হইয়া যায়। বহু ঘটনা যাহা আমার সম্মুখে আসে তাহার মধ্যে কচিৎ এমন দেখা যায় যাহার মধ্যে প্রকৃত ত্রুটি দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ছোট ছোট এবং তুচ্ছ কথা লইয়া মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। উহা বাড়িতে বাড়িতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, মানুষ নামায ছাড়িয়া দেয় এবং আপসের মধ্যে কথা বলা বন্ধ করিয়া দেয়। এই সমস্ত লোক ইসলামের মূল তত্ত্ব না বুঝিবার পরিণামে এইরূপ ঘটে। ইসলামের শিক্ষা এই যে, মানুষ যথা সম্ভব নিজ ভ্রাতার অপরাধ মার্জনা করিবে। ক্ষমা ইসলামের প্রাণ বস্তু। শাস্তি কেবল শাস্ত্রবীধি অনুযায়ী বিধেয়। যখন শাস্তি ব্যতিরেকে কোন উপায় থাকে না এবং ইহা না করিলে ফেৎনার সৃষ্টি হয় তখনই ইহা বিধেয়। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা মানুষ মনে করে যে, নিজের প্রাপ্য জোর জুলুম করিয়া হইলেও আদায় করা আসল হুকুম। পক্ষান্তরে প্রকৃত আদেশ ক্ষমার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, মানুষ যখন কাহারও উপর দয়া করিতে ও ক্ষমা করিতে পারে তখন তাহার ক্ষমা করা উচিৎ। যখন ঝগড়া বিবাদের আশংকা থাকে তখন নিজের প্রাপ্য দাবী ত্যাগ করা বিধেয়। তাহার জন্য নিয়ম কানুন আছে এবং সেগুলি মানা জরুরী। যখন কেহ আরেক জনের উপর

অন্যায় করে এবং ক্রমে বাড়াবাড়ি করিতে থাকে তখন উর্দ্ধতন কর্মচারী ও ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করা উচিৎ। নিজের হাতে বিষয়টির বিচার ভার লইবার কাহারও অধিকার নাই। আমাদের জমাতের মধ্যে যখন এইরূপ ঘটনা ঘটে তখন খলিফার কাছে সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য যে, অমুক ব্যক্তি আমার সহিত মন্দ ব্যবহার করিতেছে। এবং আমি উহা ক্ষমা করিতে পারি না। এরূপ অভিযোগ আসিলে বিষয়টির অনুসন্ধান করা যাইবে। যদি অপরাধ সাব্যস্ত হয় তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, এবং অপরাধ সাব্যস্ত না হইলে জানাইয়া দেওয়া হইবে যে অপরাধ সাব্যস্ত হয় নাই।

এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কোথাও কোন ফেৎনা ফসাদ সৃষ্টি হইতে পারিবে না। কিন্তু মুশকিল এই যে, মানুষ এক মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে। উহা এই যে, একদিকে মোকাবেলা না করা এবং অপর দিকে ক্ষমা না করা। ইহা চরম আকারের কাপুরুষতা। এইভাবে বিষয়টি বড় হইতে থাকে। যদি কোন বিষয়কে কেহ ছাড়িয়া দিতে চাহে, তাহা হইলে উহা তাহার পুরাপুরি ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া উচিৎ এবং না ছাড়িতে হইলে উহা চালান উচিৎ। কথা মনে রাখিয়া মুখে ছাড়িয়া দিয়াছি বলার অর্থ কি? কথা মনে রাখার অর্থ এই যে, বিষয়টি সে ছাড়িয়া দেয় নাই; পরন্তু সে সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছে। যখনই সুযোগ পাইবে তখনই প্রতিশোধ লইবে। মোমেনের এক রূপ পন্থাই অবলম্বন করা উচিৎ। হয় মাফ করিয়া দিবে নচেৎ বিচারের জন্য বিষয়টি ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত করিবে। যখন কোন ব্যক্তিকে কেহ মাফ করিয়া দিয়াছি বলে, তাহার পর কখনও যেন সে ঐ বিষয়টি স্মরণে না আনে এবং মনে করে যেন ঐ ঘটনা কখনই ঘটে নাই। কিন্তু ক্ষমা না করিলে শরিয়ত যত দূর পর্যন্ত অনুমতি দিয়াছে তত দূর পর্যন্ত বিষয়টি চালান কর্তব্য। উর্দ্ধতন কর্মচারী বা খলিফার নিকট বিষয়টি উপস্থাপিত করা উচিৎ। যদি কোন ব্যক্তি ইহা না করে, অর্থাৎ—ক্ষমাও করে না এবং বিষয়টি আগেও চালায় না, তাহা হইলে সে ফেৎনা সৃষ্টিকারী। সে ফোড়াকে এই উদ্দেশ্যে চাপা দিয়া রাখে না যে, সে নিজ অপরাধী ভ্রাতাকে ক্ষমা করিয়াছে; পরন্তু এই জন্য যে, বিষয়টি ভালভাবে পাকিয়া উঠুক এবং তদ্বারা বিবাদ বাড়িয়া উঠুক। কিন্তু মানুষ যেখানে ক্ষমা করে সেখানে ঝগড়া হয় না। অথবা ক্ষমা না করিয়া মামলা চালাইলেও ঝগড়া হয় না; কারণ প্রকৃত কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু এই দুই পন্থার মধ্যে যে কোন একটিকে যে ব্যক্তি গ্রহণ না করে সে ঝগড়াটে। তাহার একথা বলিবার অধিকার নাই যে, ঝগড়ার ভয়ে সে বিবাদটিকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এইভাবেই বিবাদ ঘটিয়া থাকে।

অতএব আমি বন্ধুগণকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহাদের হৃদয়ে যদি সেলসেলার জন্য

ভালবাসা থাকিয়া থাকে এবং তাহারা সেল-সেলার কল্যাণকামী হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে আপসে যখনই মতবিরোধ দেখা দেয় বা ঝগড়া হয় তখনই যেন একে অপরকে ক্ষমা করিয়া দেয় এবং ক্ষমা করিতে না পারিলে ইহার মীমাংসার জন্য যেন নালিশ করে এবং তদ্বারা ইহার নিষ্পত্তি হয়। এই দুই পন্থা অবলম্বন করিলে ইহা নিশ্চিত ভাবে বুঝা যাইবে যে, ঐ ব্যক্তি ঝগড়া চায়। 'ঐ ব্যক্তি' এই পন্থায় কখনও আল্লাহ্-তা'লার ফজলের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। বরং শাস্তির যোগ্য হইবে। কিন্তু যাহারা দুইটি পন্থার মধ্যে একটি পন্থাকে অবলম্বন করে, তাহাদের নিকট আমার উপদেশ এই যে, ইসলামের আদেশ বেশীর ভাগ ক্ষমা করা। খোদা-তা'লা রসুলে করীম (দঃ)-এর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে ক্ষমা, নম্রতা ও মার্জনা ছিল এবং আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন যে, রসুলে করীম (সাঃ) আমাদের জন্য উৎকৃষ্টতম আদর্শ ও নমুনা।

অতএব যিনি আমাদের জন্য আদর্শ তিনি যখন ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা কার্য লয়েন, তখন আমাদের জন্য কর্তব্য যেন কোন ভাই অপরাধ করিলে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য উদগ্রীব না হই। পরন্তু আমাদের জন্য যথা সম্ভব ক্ষমাগুনের ব্যবহার করা প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষমা ও মার্জনার অর্থ আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার অর্থ ভয়ে ভীত হইয়া সামনে এক কথা বলা এবং অন্তরের মধ্যে ফোড়াকে পাকাইতে থাকা নহে। কাপুরুষই এইরূপ কার্য করে। মনের কথা না বলিয়া ক্ষতি করিবার সুযোগ পাইলে পর কথা প্রকাশ করে। তাহাকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে, যখন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তখন সে এই কথা বলে নাই কেন? সে উত্তর দেয় যে, সে ভাবিয়াছিল ইহাতে বিবাদ বাধিয়া যাইবে। তখন আমরা তাহাকে বলি, ইহা সত্য হইলে আজ কেন সে ইহা বলিল? আজ কি বিবাদ বাধিবে না? সুতরাং যে ব্যক্তি কথা নিজের মনের মধ্যে পোষণ করিয়া রাখে এবং ছয় মাস কিংবা এক বৎসর পরে বাহির করে, সে কাপুরুষ এবং তাহার সম্মুখীন হইবার সাহস নাই। কাপুরুষতার নাম সে ক্ষমা রাখিয়াছে। যেমন হযরত ঈসা (আঃ) বলিতেন, যদি একজন নপুংসক ব্যক্তি নিজেকে চরিত্রবান বলে, কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি কাহারও ধনের উপর লোলুপ দৃষ্টিপাত করে না বলিয়া দাবী করে অথবা কোন হস্তহীন ব্যক্তি যদি দাবী করে যে, সে কাহাকেও চড় মারে নাই, তাহা হইলে এইরূপ দাবী দ্বারা তাহাদের গুণের প্রকাশ হয় না। কাহারও যে কাজে কোন সামর্থ্য নাই, উহার জন্য তাহার প্রশংসা কিসের, অতএব কাপুরুষ সেই ব্যক্তি যে মুখে বলে, "আমি অমুককে

অবস্থা, বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যাধিক্য এবং তাহাদের ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য করুন এবং নিজেদের কল্যাণার্থে আপসের মধ্যে একতা ও ভালবাসা সৃষ্টি করুন, কারণ ইহা ব্যতীত কোন জাতি সফলকাম হইতে পারে না। আমি দোওয়া করিতেছি যেন আল্লাহ্-তা'লা আপনাদের অন্তর পরিস্কার করিয়া দেন এবং তাহার মধ্য হইতে সকল প্রকার বিদ্বেষ বিদূরিত করিয়া দেন ও পরস্পারের মধ্যে মোমেনোচিত সত্যকার ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দেন।

অনুবাদক—
মৌলবী মোহাম্মাদ

তোমরা আভিজাত্যের অহঙ্কার করো না। অ-আরবদের উপর আরবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা ধার্মিক, তিনিই সর্বাপেক্ষা মহৎ। —হাদিস

* * *

কুসংসর্গে বাস করা অপেক্ষা একা বসে থাকা ভাল এবং একা বসে থাকা অপেক্ষা সৎসংসর্গে থাকা ভাল। অসৎ কথাবার্তা অপেক্ষ মৌনতা অবলম্বনই শ্রেয় এবং চুপ করে বসে থাকার চেয়ে জ্ঞানান্বেষণকারীর সংগে কথা বলা ভাল। —হাদিস

* * *

যে ব্যক্তি মানুষের নিকট কৃতজ্ঞ নয়, সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটও কৃতজ্ঞ নয়। —হাদিস

মওদূদী সাহেব সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

আবু আহ্‌মদ তবশির চৌধুরী

[দেখিতেছি ইদানিং মৌলানা আবুল আলা মওদুদীর জমাত "জমাতে ইসলাম" পূর্ব পাকিস্থানেও কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছেন এবং নিজেদের পূর্বকৃত দুষ্কৃতিগুলি বেমালুম ভুলিয়া গিয়া সরলচিত্ত জনগণকে বোকা বানাইয়া এখানেও ১৯৫৩ সালের পাঞ্জাব গোলযোগের ন্যায় জাতি ধ্বংসকারী বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছে।

মুসলমান ভাইগণের খেদমতে তাই এই জমাত সম্বন্ধে অতীত ও বর্তমানের শ্রদ্ধেয় ধর্মিয় এবং জাতীয় নেতাগণের অভিমত নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। আশা করি সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই জমাত সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে হুসিয়ার হইবেন।

পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পূর্ব হইতেই উক্ত মৌলানা মওদুদী ভিন্ন নামের জমাত তৈয়ার করিয়া আম-মুসলমান জনগনের আকাঙ্খিত পাকিস্থান প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ বাধা প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন। মুসলমান নেতাগণের তখনকার অভিমতও নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। —সম্পাদক 'আহ্‌মদী']

(১)

মৌলানা এযায আলী সাহেব আমরুহী 'মওদূদী জমাত' সম্বন্ধে বলেন, "আমার নিকট এই জমাত তাহার পূর্ববর্তী বুজুর্গ হইতেও মুসলমানদের ধর্মের অধিকতর ক্ষতি কারক।"

(ইস্তেফতায়ে জরুরী, ৩৭পৃঃ)

(২)

দারুল উলুম দেওবন্দের ছদর মুফতী সৈয়দ হারুন সাহেব বলেন, "মুসলমানদের পক্ষে এই আন্দোলনে যোগদান করা উচিত নহে। তাহাদের জন্য উহা প্রাণ নাশক বিষ। মানুষকে উহা হইতে বিরত রাখা আবশ্যক; নতুবা তাহারা গোমরাহ হইয়া যাইবে। উপকারের স্থলে অপকার হইবে। শরীয়ত মতে উহাতে যোগদান করা জাইয নহে।"

(ইস্তেফতায়ে জরুরী, ৪০পৃঃ)

(৩)

দেওবন্দ দারুল উলুমের শেয়খুল হাদিস মৌলানা হুসেন আহ্‌মদ মদনী বলেন, "মওদূদী এবং তাহার তাবেদারগণ দীনে ইসলামের মূলে কঠোর আঘাত হননকারী এবং তাহাদের

বিদ্যমানতায় ইসলামের ভবিষ্যত অন্ধকারময় বলিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে।"

(ইস্তেফতায়ে জরুরী, ৯ পৃঃ)

(৪)

মৌলানা আবুল মুজফ্‌ফর বলেন, "মওদূদীয়ত অতি ভয়ঙ্কর ফিৎনা এবং উপদ্রব। উহাকে মিটাইয়া দেওয়া ইসলামের মহত্তর কর্তব্য।"

(ইস্তেফতায়ে জরুরী, ২ পৃঃ)

(৫)

মৌলানা রাগিব আহসান এম, এ, বলেন, "জমাতে মওদূদীয়ত আসলে ইসলামের নামে এক সম্পূর্ণ নূতন মজহাব গড়িয়া তুলিতেছে।"

(নওয়ায়ে অক্ত, ২৮ সেপ্টেম্বর, '৪৮ ইসাব্দ)

(৬)

রামপুর মাদ্রাসা আলীয়ার মুফছ্‌ছীর মৌলানা হামিদ আলী খান বলেন, "উহা এক সম্পূর্ণ নূতন বিদাতী দল। ইহার প্রচারের পদ্ধতি ভ্রান্ত এবং বিভ্রান্তকর এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ আনয়নকারী।"

(৭)

পূর্ব পাকিস্থান জমিয়তে আহলে হাদিসের নেতা মৌলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী বলেন,—"এই তথাকথিত ইসলামী জমাতের স্পর্ধা যে, যে মানুষটিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের এই ফিরকা গজাইয়া উঠিয়াছে, কেবল সেইটিই হইতেছে—'ইসলামী জমাআত'। ..... সৈয়দ আবুল আলা মওদূদী নামক ব্যক্তি এবং তাঁহার নিকট দীক্ষিত কতিপয় বিদ্বান ও অবিদ্বানের অভিমত ও উক্তি গুলিই ইসলামী জমাতের সিদ্ধান্ত নামে কথিত হইয়াছে।..... ইসলামী জমাতের হটকারিতা সংকীর্ণতা এবং হাদিস বিরোধী মনোবৃত্তির ফলে পাঞ্জাবের অনেক আলীম, যাহারা উহার প্রতি সহানুভূতিশীল এমনকি উহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, শুধু আহালে হাদিস থাকার অপরাধেই উক্ত দল বর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইসলামী জমাতের নেতা এবং তাঁহার অন্ধ-ভক্তের দল মুসলিম জনসাধারণ এবং তাহাদের নেতবর্গকে যেরূপ নির্মম, নিষ্ঠুর ও অভদ্রোচিতভাবে অহরহই আক্রমণ করিয়া থাকেন; তাহার ফলে বিদ্বানগণের অন্তঃকরণ উক্ত জমাতের বিরুদ্ধে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ..... নীতিনৈতিকতার সমুদয় পুরাতণ বাগাড়ম্বরের মুখে ছিপি আঁটিয়া এখন তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে যেরূপ মামলা মোকদ্দমায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, সক্রিয় রাজনীতির সমুদয় কলুষকে গায়ে মাখিয়া তাঁহারা যে ভাবে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র গোঠ রচনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের পুরাতন ভক্ত ও অনুরক্তদের পক্ষে তাঁহাদের

সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত থাকা আর সম্ভবপর হইতেছে না।.....রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক টেকনিকের দিক দিয়া ইহারা যে পথের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, তাহা শুধু সংহতি বিরোধীই নয়, বরং উহা মুসললানদিগকে এক অনিশ্চিত ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ... ... তাঁহাদের দল পরস্তী, গোঁড়ামী, অন্ধ অহমিকতা ও হাদিস বিদ্বেষ তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ মুসলিম জনমণ্ডলী হইতে দূরেই সরাইয়া রাখিবে।" (ইসলামী জমাআত বনাম আহ্‌লে-হাদিস আন্দোলন, ৮—১৩ পৃঃ)

(৮)

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন, "মৌলানা মওদূদীর ইসলাম ও আমাদের ইসলাম এক নহে।" (১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে প্রদত্ত পল্টন ময়দানের বক্তৃতা)

(৯)

ইত্তেফাকের 'মিঠেকড়ায়' 'ভীমরুল' বলেন "আর ইহারা কায়েমী রাজনৈতিক স্বার্থ ও অদৃশ্য শক্তির স্বার্থে ভাইয়ে, ভাইয়ে, মুসলমানে, মুসলমানে ধর্মের নামে গৃহযুদ্ধ লাগাইয়া দিয়া দূরে বসিয়া মজা লোটে। ইহাদের প্ররোচনায় পাঞ্জাবে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলমান প্রাণ হারাইয়াছে। ইহাদের নেতা বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পরে প্রাণ ভিক্ষা লাভ করিয়া আবার রজনৈতিক আসর গরম করিতে মাঠে অবতীর্ণ হইয়াছে। পাকিস্থান অর্জনের আন্দোলন কালে এই দল ও উহাদের নেতার পেশা ছিল, পাকিস্থান আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে 'ফতোয়া' বিক্রয় করা। কিন্তু পাকিস্থান হাসিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইনি 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ' প্রমাণ করিয়া পাকিস্থানের 'অতি দরদী' সাজিয়া বসেন। পাকিস্থানের প্রতি তাঁহার এই অতি দরদের ফলে প্রথমেই পাঞ্জাবে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার সুত্রপাত হয়।" (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই চৈত্র, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ)।

[ক্রমশঃ]

পরকাল

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ভৌতিক উত্থান

মানব জাতির এক বিরাট অংশ শেষ বিচারের দিনে মানুষের ভৌতিক উত্থানে বিশ্বাসী। মুসলমান ও খৃষ্টান জাতি এই অংশের অন্তর্গত।

মুসলমান জাতির বিশ্বাস

মুসলমান জাতির মধ্যে প্রায় সকলেরই ধারণা যে, কেয়ামতের দিন স্বর্গীয় দূত ইস্রাফিলের প্রথম সিঙ্গা ফুঁকার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং দ্বিতীয়বার সিঙ্গা ফুঁকার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি কাল হইতে ধ্বংসের দিন পর্যন্ত সকল যুগের সকল মৃত মানুষ শেষ বিচারের জন্য পলকের মধ্যে এই পৃথিবীতে এক যোগে আপন আপন পুরাতন দেহ পুনঃ পরিগ্রহ করিয়া এক এক কবর হইতে দলে দলে জীবিত হইয়া মাটি ফুড়িয়া বাহির হইয়া বয়তুল মোকাদ্দেসের ময়দানে জমায়েত হইবে। সেই ময়দানে আল্লাহ্-তা'লা আপন আরশে অধিষ্ঠিত হইবেন এবং ফেরেস্তাগণ দাঁড়ি পাল্লা ও পাথর লইয়া প্রত্যেকের পাপ ও পুণ্য ওজন করিবে। যাহার পাপের ওজন বেশী হইবে আল্লাহ্-তা'লার আদেশে দোযখের ফেরেস্তা তাহাকে মারিতে মারিতে টানিয়া লইয়া দোযখে ফেলিবে এবং যাহার পুণ্যের ওজন বেশী হইবে তাহাকে বেহেস্তের ফেরেস্তা সসম্মানে বেহেস্তে লইয়া যাইবে।

খৃষ্টানদিগের বিশ্বাস

মহাবিচারের দিন ভৌতিক উত্থান সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদিগের ধারণা এই যে, সৃষ্টি ধ্বংস না হইয়া সচল সৃষ্টির মধ্যে শেষ যুগে যখন যীশু খ্রীষ্ট ধরাধামে দ্বিতীয়বার আগমন করিবেন তখন জীবিত যাহারা তাহারা জীবিত থাকিবেন এবং যাহারা মৃত, তাহাদিগের আত্মা জড়দেহ পরিগ্রহ করিয়া জীবিত হইয়া উঠিবে। যীশু খৃষ্ট জীবিত ও পুনরুজ্জীবিত মৃতের সম্মিলনে এক বিরাট সভায় সিংহাসনারুঢ় হইয়া পাপীদিগের দণ্ডবিধানের জন্য বিচারে বসিবেন। তিনি পাপীদিগকে দোযখে পাঠাইবেন এবং পুণ্য-আত্মাগণ-সহ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিবেন।

আমরা এখন সৃষ্টি ধ্বংস এবং উহার পুনরুত্থানের যৌক্তিকতা ও যথার্থ আলোচনা করিব।

ধ্বংসের স্বরূপ

মুসলমানগণের বিশ্বাস মহাপ্রলয় দিবসে ইস্রাফিলের প্রথম তুর্য ধ্বনির সহিত চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকা, এমন কি আকাশ পর্যন্ত স্থান চ্যুত হইয়া পৃথিবীর বুকে খসিয়া পড়িবে এবং পৃথিবী সহ সারা সৃষ্টি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধুলিতে পরিণত হইয়া যাইবে। সমস্ত বিশ্ব দলিত মথিত হইয়া একত্রে খিচুঁড়ি পাকাইয়া এক মণ্ড হইয়া যাইবে।

বিজ্ঞানের গবেষনায় আমরা অবগত আছি যে, আকাশ কোন ঘন বা তরল বস্তু নহে। সুতরাং ইহা বাহ্যিক আকারে কেয়ামতের দিনে কি ভাবে পৃথিবীর উপর খসিয়া পড়িবে?

সৌর মণ্ডলে বৃহস্পতি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ। উহার আয়তন পৃথিবীর ১৩০০ গুণ। সৌর মণ্ডলে ইহা ছাড়া আরও ৮টি বৃহৎ গ্রহ এবং কয়েক হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া পৃথিবীর যেমন একটি উপগ্রহ আছে, অন্যান্য গ্রহেরও উপগ্রহ রহিয়াছে। উপগ্রহ সহ এতগুলি গ্রহের ভাঙ্গিয়া পৃথিবীর বুকে পড়িবার স্থান কোথায়?

সূর্যের আয়তন এত বড় যে, বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি উহার নিকট বিন্দুবৎ। সুতরাং এত বড় সূর্য পৃথিবীর বুকে কোথায় ভাঙিয়া পড়িবে?

সূর্য বিরাট আয়তনের এক অগ্নীময় গোলক। উহার মধ্যে উত্তাপের পরিমাণ ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। উহা পৃথিবীর বুকের নিকট আসিবার বহু পূর্বেই সমস্ত পৃথিবী পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া বাষ্পে পরিণত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

আকাশের তারকাগুলি এক একটি সূর্য বিশেষ। উহাদের সংখ্যা অগণিত এবং প্রত্যেকটির উত্তাপ ও আয়তন সূর্যাপেক্ষা অনেক বেশী। আমাদিগের নিকট হইতে উহাদিগের দূরত্ব শুনিলে মাথা ঘুরিয়া যাইবে। সূর্য আমাদিগের নিকট হইতে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। এক সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতিতে উহার আলোক আমাদিগের ধরণীতে পৌঁছিতে ৮ মিনিট লাগে। উক্ত গতিতে একটি আলোক রশ্মী এক বৎসরে যতখানি পথ চলে তাহাকে এক আলোক বর্ষ পথ বলে। যদি আমরা আলোকের গতি লাভ করিতে পারি, অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতিতে চলিতে পারি এবং সেই গতিতে সুদূরের যাত্রায় পাড়ি দিতে পারি, তাহা হইলে এক একটি তারকায় আমাদিগের পৌঁছিতে কোটি কোটি আলোক বৎসর লাগিবে। আমাদিগের হিসাবের মাইল দিয়া ঐ দূরত্ব গণনা করা এবং আমাদিগের সময়ের হিসাব দিয়া সেখানে যাওয়ার সময় গণনা সম্ভব নহে। মোট কথা কেয়ামতের দিনে তারকাগুলি যত বেগেই পৃথিবীর দিকে

খসিয়া পড়ুক, সূর্য উহাদিগের বহু পূর্বেই পৃথিবীর অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। সুতরাং তারকাগুলি যখন পৃথিবীর শূণ্য অবস্থান ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিবে তখন তাহারা পড়িবার জন্য পৃথিবীর বুক কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? ইহাদিগের আগমনে এতটুকুই হইতে পারে যে, পৃথিবীর ধ্বংসাবশেষের বাষ্প বিন্দুর অস্তিত্বকেও নিঃশেষ করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করিয়া কোথায় বিলীন করিয়া দিবে তাদের কোন দিশাই থাকিবে না। সুতরাং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকা ও আকাশ পৃথিবীর বুকে ভাঙ্গিয়া পড়িবার কোনই সুযোগ দেখা যায় না। উহাদিগের আয়তন, অবস্থান, দূরত্ব, প্রকৃতি ইত্যাদি মুসলমানদিগের কল্পিত কেয়ামতের দিনে বিশ্বধ্বংসের বিশ্বাসের স্বরূপের পরিপন্থি।

তারকারাজি এত দূরে যে, ঐগুলির আলোক আমাদিগের নিকট পৌঁছিতে কোটি বৎসরও লাগে। বিজ্ঞানের গবেষণায় জানা গিয়াছে যে, এমন তারকাও বিশ্বে আছে যাহার আলোক সৃষ্টিকাল হইতে আমাদিগের দিকে যাত্রা করিয়াছে বটে; কিন্তু উহা এখনও আমাদিগের নিকট পৌঁছে নাই। তারকার অবস্থান উহার আলো দ্বারা আমরা জানিতে পারি। কোন তারকা তাহার স্থান পরিবর্তন করিলে, পরিবর্তিত স্থান হইতে তাহার আলো আমাদিগের নিকট পৌঁছিতে লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি বৎসর লাগিবে। অথচ সূর্য আমাদিগের নিকট হইতে ৮ মিনিট আলোক পথ দূরে। তারকার স্থানচ্যুতি লক্ষ্য করা এক ব্যক্তির বা জাতির জীবনে এমন কি এক সভ্যতার ব্যাপ্তি কালের মধ্যেও সম্ভব নহে। সুতরাং তারকাগুলিও স্ব স্ব স্থান হইতে স্খলিত হইলেও তাহা আমরা জানিতে পারিব না; কারণ সূর্য অলোকের গতিতে আমাদিগের দিকে ছুটিয়া আসিলে ৮ মিনিটেই আমাদিগের অস্তিত্ব শেষ হইবে।

মহাবিচারের দিন, না মহা যাদু খেলার দিন?

মুসলমান জনসাধারণের বিশ্বাস, সৃষ্টি ধ্বংসের পর ইস্রাফিলের দ্বিতীয়বার সিঙ্গা ফুকার সঙ্গে সঙ্গে পলকে সকল মানুষ পুরাতন জড়দেহ সহ জীবিত হইয়া এই পৃথিবীর বুকে আপন আপন কবর হইতে বাহির হইয়া আসিবে এবং বয়তুল মোকাদ্দেসের ময়দানে জমায়েত হইবে। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি ধ্বংসের পর কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকিবে না। এরূপ অবস্থায় কোথায় পাওয়া যাইবে পৃথিবীকে, কোথায় সৃষ্টির আদি হইতে ধ্বংস কাল পর্যন্ত সকল মরা মানুষের দেহাবশেষ, কোথায় তাহাদিগের কবর এবং কোথায় বয়তুল মোকাদ্দেসের ময়দান?

সমস্ত মানুষকে জড়দেহ সহ পুনঃরায় ফিরিয়া পাইতে হইলে, বিশ্বচরাচরকেও তাহার ধ্বংস

পূর্ব অবস্থায় পুনরায় পলকে জাগিয়া উঠিতে হয়। যেহেতু পৃথিবীর স্থিতি সৌর জগত ও বিশ্বের প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের সহিত জড়িত সুতরাং সৃষ্টিকে তাহার পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে হইবে। নচেৎ মৃত মানুষের দেহের উপাদান, তাহাদিগের কবর, বয়তুল মোকাদ্দাসের ময়দান মানুষের চলার জন্য ধরাপৃষ্ঠ, তাহাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বাতাস, তাহাদিগের খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে বয়তুল মোকাদ্দেসে যাইবার জন্য যানবাহন এবং উহার চালক ইত্যাদি কোথায় পাওয়া যাইবে ?

যে কোন অভাবনীয় উপায়ে হউক যদি সকল মরা মানুষ সারা পৃথিবীময় বাঁচিয়া উঠে তাহা হইলে নদ, নদী, সাগর, সমুদ্র, পাহাড় ও পর্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন দেশ হইতে সকল মানুষকে বয়তুল মোকাদ্দাসের ময়দানে আনিবার কি ব্যবস্থা হইবে? এত যানবাহন চালক কোথায় মিলিবে এবং তাহাদিগের সকলের বয়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছিতে পাথেয় কি ভাবে সংগ্রহ হইবে ?

ধরাপৃষ্ঠে এমন কোন যায়গা নাই, যেখানে আদিকাল হইতে কোন না কোন যুগে মানুষের কবর হয় নাই। এমন কি যেখানে ঘর বাড়ি, কল কারখানা ইত্যাদি অবস্থিত সেখানেও এক কালে কবর ছিল। অতএব সমস্ত স্থান হইতে মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠিতে আরম্ভ করিলে সমস্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠ গর্ত্ত হইয়া এমন অবস্থা হইবে যে, উহার উপর মানুষের দাঁড়ান বা চলা অসম্ভব হইবে। মুসলমানদিগের ধারণা যে, এক এক কবর হইতে সে দিন সত্তর জন করিয়া মানুষ উঠিবে। পাঠক এখন চিন্তা করুন যে, প্রত্যেক স্থান হইতে সত্তর জন করিয়া মানুষ উঠিলে সমস্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠের অবস্থা কি হইবে!

পৃথিবীর আদি হইতে সৃষ্টির ধ্বংসের দিন পর্যন্ত সকল মানুষ যদি সত্যই কবর হইতে উঠিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে দুনিয়ার পৃষ্ঠে কি তিল ফেলিবার যায়গা বাকি থাকিবে? বয়তুল মোকাদ্দাসের ময়দানেরও প্রত্যেক স্থান হইতে সত্তর জন করিয়া উঠিবে। কারণ সেখানেও কোন না কোন যুগে কবর ছিল। প্রত্যেক স্থান হইতে যদি মানুষের এইরূপ উত্থান হয় তাহা হইলে পৃথিবীতে মানুষের স্থান সংকুলান হইবে না এবং মানুষকে একজনের মাথায় আর এক জন, এবং তাহার মাথায় আর একজন করিয়া প্রত্যেক মানুষের মাথার উপর উনসত্তর জন করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। অথবা গুদামঘরে ধানের বস্তা রাখার ন্যায় সারা পৃথিবীর বুক জুড়িয়া সত্তর স্তরে মানুষের গাদা দিতে হইবে। ইহাতে কি ভাবে মানুষ নিঃশ্বাস ফেলিবে, কি ভাবে চলিবে এবং কি ভাবে তাহারা বিচারের জন্য বয়তুল মোকাদ্দাসের ময়দানে যাইবে? যদি সারা পৃথিবীর

পৃষ্ঠ মানুষের স্তূপে ভরিয়া যায় এবং বয়তুল মোকাদ্দাসেও স্থান না থাকে তাহা হইলে সকল মানুষ সেখানে কি ভাবে জমায়েত হইবে? যদি কোন অভাবনীয় উপায়ে সে স্থান খালিও হয়, তথাপি সারা সৃষ্টির সকল মানুষ একত্র হওয়া দূরে যাউক, সেখানে যে কোন এক দেশের বা এক যুগের মানুষেরও স্থান সংকুলান হইবে না। পরন্তু সত্য কথা এই যে, শুধু বয়তুল মোকাদ্দেসের পুনরুত্থিত মানুষেরই সেখানে দাঁড়াইবার স্থান হইবে না। ইহার পর খোদা, খোদার আরশ, ফেরেস্তাগণ এবং দাঁড়িপাল্লা, পাথর কাঁচি আছে। এ সবের জন্য বয়তুল মোকাদ্দাসের ময়দানে স্থান কোথায়?

যাহাদিগকে কবরস্থ করা হয়, তাহারা না হয় যে ভাবে হউক কবর হইতে উঠিবে; কিন্তু যাহাদিগের লাশ কবরে দেওয়া হয় নাই অর্থাৎ যাহারা, পুকুর, নদী, খাল, বিল, সাগর ও সমুদ্রে ডুবিয়া মারা যায়, যাহাদিগকে রাক্ষস এবং বাঘ, ভালুক ইত্যাদিতে খায়, যাহাদিগের লাশ চিতায় শয়ন করাইয়া পুড়াইয়া ভস্মে পরিণত করিয়া নদীর পানিতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তাহাদিগের পুনরুত্থানের কি ব্যবস্থা? মানুষ হিসাবে তাহাদিগেরও বিচার হইবে। সুতরাং তাহাদিগের দেহ প্রাপ্তির উপায় কি? নিশ্চয়ই ইহা কোন অলৌকিক উপায়ে হইতে হইবে। এই সকল মানুষও যদি কোন আশ্চর্য উপায়ে দেহ পাইয়া জীবিত হইয়া উঠে তাহা হইলে মানুষের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়া অবস্থা আরও সংকট-জনক আকার ধারণা করিবে। কারণ প্রত্যেক স্থান হইতে যখন সত্তর জন উঠিবে তখন ইহারা তদরিক্ত হইবে। ইহা ছাড়া সকল যুগের অপর সকল জীব-জন্তুও যদি বাঁচিয়া উঠে তাহা হইলে কি ভীষণ অবস্থা হইবে? মুসলমানদের ধারণা তাহারাও বাচিয়া উঠিবে কারণ বিচারের সময় তাহাদিগের মধ্যে সংশ্লিষ্ট-গণেরও প্রয়োজন হইবে। ইহাতে তখন অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা ভাবিতেও শরীর, মন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে।

মুসলমানগণের বিশ্বাস যে, কেয়ামতের ময়দানে সূর্য মস্তকের অর্দ্ধ হস্ত উর্ধে নামিয়া আসিবে। সূর্যের মধ্যের উত্তাপ ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত সূর্য গ্রীষ্মকালে যখন আমাদিগের মাথার উপরে আসে এবং বায়ুর তাপ ৪৮ বা ৪৯ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হয়, তখন আমরা ঘরে বাইরে কোথাও শোয়াস্তি পাই না। আমরা উত্তাপে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠি। সেই সূর্যকে আমাদিগের মাথার উপর অর্দ্ধ হস্ত উর্দ্ধে নামিয়া আসিতে হইবে না, লক্ষাধিক মাইল দূরে আসিলেই আমা-দিগের অবস্থা কি হইবে তাহা আজ প্রাইমারী স্কুলের এক শিশু ছাত্রও জানে। এরূপ

ঘটিলে মানুষের কথা কি, সমস্ত পৃথিবীরই কোন অস্তিত্ব থাকিবে না।

মুসলমানগণের আরও বিশ্বাস যে, মহা-বিচারের দিনে সকলের ভাষা আরবি হইবে। মানুষ যখন পূর্বেকার জড়দেহ লইয়া উঠিবে তখন অন-আরব জড় জিহ্বা, সারা জীবন যে ভাষায় কথা বলিতে অভ্যস্ত, সে জিহ্বা হঠাৎ এক অনভ্যস্ত ভাষায় কি ভাবে বাকশীল হইবে? যে মন সারা জীবন অন-আরব ভাষায় চিন্তা করিতে ও বুঝিতে অভ্যস্ত সেই মন হঠাৎ অজানা আরবি ভাষায় কি ভাবে চিন্তাশীল ও বোধশীল হইবে?

যখন সকল মানুষ আপন আপন পুরাতন জড় দেহ লইয়া জীবিত হইয়া উঠিবে, তখন তাহারা স্ব স্ব স্বভাব ও আচরণ লইয়া আসিবে। তখন তাহারা কাহার ডাকে বা ভয়ে বয়তুল মোকাদ্দাসের পথে ধাবমান হইবে? জড় দেহধারী মানবকে আল্লাহ্-তা'লা জড় দেহধারীর মারফৎই ডাক দিয়া থাকেন। কিন্তু মানুষ সে ডাককে এ পর্যন্ত কতখানি গ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছে? দুনিয়ায় যখন নবী আসিয়া মানুষকে আল্লাহ্-তা'লার দিকে ডাক দেন, তখন কত জন তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেন? সুতরাং সে দিন মানুষকে ডাক দিলে, কোন আলৌকিক কারণে তাহারা বয়তুল মোকাদ্দাসের দিকে যাইবে? জড়দেহ-ধারী মানবের জড় জগতে মন নিবিষ্ট করাই স্বাভাবিক। সে স্বভাবের সে দিন কি ভাবে ব্যতিক্রম হইবে?

উপরিল্লিখিত প্রশ্নগুলি সম্মুখে রাখিয়াও যদি ইহা মানিয়া লইতে হয় যে, কেয়ামতের দিন নিমিষে সৃষ্টি নিশ্চিহ্ন হইয়া, নিমিষে আবার পূর্বাবস্থা পাইবে তাহা হইলে প্রশ্ন জাগে যে, সৃষ্টি ধ্বংসের কি প্রয়োজন? ইহা অপেক্ষা খ্রীষ্টানদের ধারণা ভাল যে, পৃথিবী বিনষ্ট না হইয়া সকল মৃত বাঁচিয়া উঠিবে। কারণ এই ধারণায় যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেচনার বলি অনেকখানি কম পরিমাণে করিতে হয়।

কেয়ামত এবং পরকালে বিশ্বাস রাখিবার জন্য যদি মুসলমানদিগের ধারণা অনুযায়ী মানিতে হয় যে, মহাপ্রলয়ের দিন ইস্রাফিলের তুর্যের শব্দে সারা সৃষ্টি নিমিষে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এবং তুর্যের দ্বিতীয় শব্দে সারা সৃষ্টি আবার নিমিষে জাগিয়া উঠিবে, এবং সকল অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া সকল মানুষ বিচারের জন্য বয়তুল মোকাদ্দাসের অল্প পরিসর স্থানে জমায়েত হইবে, সূর্য মানুষের মাথার উপর অর্দ্ধ হস্ত দূরে নামিয়া আসিবে এবং সকল মানুষের ভাষা আরবি হইবে, তাহা হইলে ইহাকে মহা বিচারের দিন না বলিয়া মহা যাদুখেলার দিন বলিতে হইবে।

ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা মানুষকে পদে পদে যুক্তি

প্রয়োগের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। আল্লাহ্ মানুষকে যুক্তি প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কেয়ামত ও পুনরুত্থান যাহা ধর্মের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাহার বেলায় যুক্তিকে এরূপ ভাবে সমূলে উৎপাটিত করার বিধান পবিত্র কোরআনে কোথায়?

মহাবিচারের দিনে কি আধ্যাত্মিক পরকাল জড় ইহকালে পরিণত হইবে?

আল্লাহ্-তা'লা পরকালের উপর এমন এক দুর্ভেদ্য পরদা ফেলিয়াছেন যে, আমাদিগের বাহ্যিক দৃষ্টি উহা ভেদ করিয়া ওপারে পৌঁছায় না।

কিন্তু মুসলমানগণের বিশ্বাস অনুযায়ী শেষ বিচারের দিনে সকল মানুষ যখন জড় দেহ লইয়া এই পৃথিবীতে জীবিত হইয়া উঠিবে, তখন তাহারা জড়চক্ষু দিয়া কি ভাবে নিরাকার আল্লাহ্-তা'লা ও অশরীরী ফেরেস্তাগণকে দেখিবে। এবং জড় কর্ণ দ্বারা তাহাদিগের কথা শুনিবে। খোদা এবং ফেরেস্তাগণ জড়ের দৃষ্টিতে আজও যেমন অদৃশ্য তেমনি চিরকাল জড় দৃষ্টির নিকট তাঁহাদিগের অদৃশ্য থাকার কথা। মানুষ আজও যেমন জড় কর্ণ দ্বারা আল্লাহ-তা'লা ও ফেরেস্তার কথা শুনিতে পায় না, তেমনি কোন কালে জড় কর্ণ দ্বারা উহা শোনার কথা নহে। তাহা হইলে কি মহাবিচারের দিনে মানুষ জড় কর্ণকে বাতিল করিয়া খোদা ও ফেরেস্তাগণকে জড় চক্ষু দিয়া দেখিবে এবং এবং জড় কর্ণ দিয়া তাহাদিগের কথা শুনিবে অথবা নিরাকার খোদা ও অশরীরী ফেরেস্তাগণ (নাউজুবিল্লাহ) জড় দেহ পরিগ্রহ করিয়া মানুষের বিচারের জন্য মানুষের চক্ষে দৃশ্যমান হইবেন? বিচারের পর জড় দেহধারী মানুষকে যে বেহেস্তে বা দোযখে লওয়া হইবে উহাও কি বেহেস্ত ও জড় দোযখ হইবে? নচেৎ জড় দেহধারী মানুষের জন্য আধ্যাত্মিক বেহেস্ত ও আধ্যাত্মিক নরকের কি ভাবে সামঞ্জস্য হইবে? একবার মরণের পর আর দ্বিতীয় মরণ নাই যে, বিচারের পর আবার তাহাদিগকে মৃত্যু দিয়া জড় দেহ হইতে তাহাদিগের আত্মাকে বাহির করিয়া আধ্যাত্মিক স্বর্গ বা বেহেস্তে নীত করা হইবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন:

لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى

অর্থাৎ "তাহাদিগকে সেখানে দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করিতে হইবে না, প্রথমবারের মৃত্যু ব্যতিরেকে" (সুরা দুখান, ৩য় রুকু)

তবে কি জড় জগতের মানব পরলোকে যাইয়া মহাবিচারের দিনে ইহলোকে পুনরুত্থানের পথে খোদা, ফেরেস্তাগণ, বেহেস্ত ও দোযখ

এবং বর্ত্তমানের আধ্যাত্মিক পরকালকে জড় ইহকালে জড় বেশে বাঁধিয়া আনিবে? যদি মানুষের কর্মফলের জন্য সেদিন জড় স্বর্গ ও জড় নরকের ব্যবস্থাই হয়, তাহা হইলে অযথা মানুষের মৃত্যুর লোমহর্ষণ প্রহসন করার কি প্রয়োজন ছিল? মানুষকে মৃত্যু না দিয়াই সহজ ধারায় জীবনের এক নির্দিষ্ট মেয়াদের পর এই চালু দুনিয়াতেই যুক্তিযুক্তভাবে উহা করা যাইতে পারিত। এরূপ সরল সঙ্গত পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া পবিত্র কোরআনে দেওয়া যত আইন কানুন আছে, সে সবকে ভাঙ্গিয়া; মানুষকে যত জ্ঞান, বুদ্ধি, যুক্তি এবং যে বিবেক দেওয়া হইয়াছে উহার ইতি করিয়া একি অদ্ভুত পরকালের কথা?

(ক্রমশঃ)

চলতি দুনিয়ার হাল চাল

মোহাম্মাদ মোস্তাফা আলী

কে তার উত্তর দিবে?

সমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্যে যে সংঘর্ষ বেঁধেছে তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে আমরা এই সংঘর্ষের কার্য কারণ—কে কার উপর অন্যায় অবিচার করছে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি না। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো ইহার ধর্মীয় দিকটার।

বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষা হলো—অহিংসা পরম ধর্ম। আবার ক্যাথলিকরা যে ধর্ম পালন করে থাকেন সেই খ্রীষ্টান ধর্মেরও মূল ভিত্তি হলো—এক গালে চড় দিলে, নিজ হতেই শত্রুর দিকে অন্য গাল এগিয়ে দেওয়া।

উভয় ধর্মের অনুসারীরাই তাদের ধর্মের এসব শিক্ষা যে অতি সত্য, অতি মহান তা দুনিয়ার সামনে জোর গলায় বলে থাকেন। এখন যারা কোন ধর্মই মানে না, ধর্মের নাম করে অতি চালাকেরা সাধারণ লোকদের ফাঁকি দেয় ও শোষণ করে বলে থাকেন তারা যদি বৌদ্ধ ও ক্যাথলিকদেরকে প্রশ্ন করে যে, 'তোমাদের অহিংসা' ও 'অন্য গাল

পেতে দেওয়ার' যে প্রদর্শনী দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামে খুলেছে তার পরও যদি দুনিয়াকে এসব ধর্মের নামেই প্রেমের সবক দিতে যাও তবে তা মোনাফেফাতের চূড়ান্ত হবে নাকি? জানি না তারা কি উত্তর দিবেন। এখানে স্বভাবতই আরো প্রশ্ন উঠে যে, তারা ধর্মের নামে যে সব শিক্ষার বড়াই করেন—বাস্তব জীবনে ঐ সব পালন করা সম্ভবপর নয়। শুধু প্রেম দ্বারা, অহিংসা দ্বারা মানব সমাজের 'সব অবস্থায় সব ব্যবস্থায় চলা যায় না। সুতরাং যারা এই সব ধর্মকে সব অবস্থায়, সব ব্যবস্থায় চালিয়ে যাওয়ার অযথা প্রচারণা করেন তারা শুধু অন্যদের নয় নিজদিগকেও প্রতারণা করছেন। তাদের ধর্মের শিক্ষা হতে এসব প্রশ্নের কি উত্তর হবে তারাই বলতে পারেন; কিন্তু আমরা যতটুকু দেখতে পারছি, বুঝতে পারছি তাতে তো তাদের গ্রন্থাদিতে ঐসব প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। স্বতঃই আরো প্রশ্ন জাগে—তবে ঐসব শিক্ষায় কোনই সত্য নেই। ঐ সব শিক্ষার যারা বাহক ছিলেন তাঁরা ইচ্ছা করেই মানুষের স্বভাবের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন —আর সেজন্যই তা' পালন করা আদম সন্তানদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না।

বস্তুত তা নয়। ঐ শিক্ষার মধ্যেও সত্য আছে এবং ঐ সব শিক্ষার বাহকেরাও মানুষের কল্যাণের জন্যই শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের শিক্ষা নির্দিষ্ট ছিল বিশেষ জাতির জন্য বিশেষ মেয়াদ কাল তক। অনুগামীরা নির্দিষ্ট জাতি ও কালের গণ্ডী পার করে ঐ সব শিক্ষাকে সর্ব জাতি ও সর্ব কালের জন্য চালাতে গিয়েই দুনিয়ার সামনে তাঁদেরকে খর্ব করে তুলেছেন। তাঁদের সময়ে তাঁদের জাতির জন্য শিক্ষা অতি মহান ও অতি প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু কোন কিছুর অংশকে পূর্ণ বলে চালাতে গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাই হয়েছে। স্রষ্টা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মারফত যে শিক্ষা ও ব্যবস্থা পাঠিয়েছেন—তা সর্বদেশ ও কালের জন্য। এই শিক্ষার মধ্যে যেমন ক্ষমার কথা আছে, প্রেমের কথা আছে, প্রয়োজনে অর্থাৎ মানবতার মংগলের জন্যই প্রতিবাদ-প্রতিশোধের কথাও আছে। এখানে শহিদের যেমন বুলন্দ দরজা আছে, গাজীরও তেমনি রয়েছে উচ্চ সম্মান। যেমন অকাতরে নিজকে সত্যের জন্য বিলিয়ে দেওয়ার তাগিদ দিয়েছে তেমনি প্রয়োজনে সত্যের জন্য জেহাদ করতে কঠোর আহ্বান জানান হয়েছে।

বস্তুতঃ অস্বাভাবিকতার আশ্রয় নিয়ে বর্তমান দুনিয়ায় টিকে থাকা কখনও সম্ভবপর নয়। তা করতে গেলে নিজেদের আদর্শেরই মৃত্যু ডেকে আনা হবে। আমাদের মনে হয় দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বৌদ্ধ খ্রীষ্টান উভয়েই তাদের ধর্মীয় আদর্শের মৃত্যু ডেকে আনছেন। বস্তুতঃ এসব আদর্শের মত্যু অনেক পূর্বেই ঘটেছে। যারা এখনও ঐ সব মৃত আদর্শকে আকড়ে ধরে আছে তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে ভিয়েৎ-

নাম আবার নূতন করে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ঐ আদর্শ পচে গলে পুতি গন্ধময় হয়ে উঠছে এবং তা হয়েছে অনুগামীদের আচরণ দ্বারাই।

* * *

ধর্মের ডংকা আপনিই বাজে :

সাময়িক পত্রিকাদিতে একটি খবর বের হয়েছে যার সার হলো : টরোন্টোতে [আফ্রিকা] দু'হাজার গীর্জা প্রতিনিধির এক সমাবেশে বক্তৃতা কালে বিশপ এ, ও, অদুতোলা [তিনি আফ্রিকার একজন বিশিষ্ট বিশপ] খ্রীষ্টানদের বহু-বিবাহ বিরোধী নীতির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি খ্রীষ্টানদের মধ্যে উচ্চহারে তালাকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রফুমো-কেলেংকারির কথা উল্লেখ করেন। তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারক দের লক্ষ্য করে বলেন :

আপনারা আমাদেরকে একজন 'পুরুষের জন্য একজন মহিলা' অর্থাৎ একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণ এই প্রথা অনুসরণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু আপনারা যা প্রচার করেন তাহাই মহাবাক্য নহে। তিনি আরো বলেন আমাদের মধ্যে [অফ্রিকানদের মধ্যে] বহু বিবাহ প্রচলিত আছে সত্য ; কিন্তু উহাই সর্বাধিক পবিত্রতম।

আফ্রিকানদের এক সংগে দুই বা তিন স্ত্রী গ্রহণের প্রথা পাশ্চাত্যের ক্রমাগত একজনকে তালাক দিয়ে আর একজনকে বিবাহের নীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

বস্তুতঃ পশ্চিমাদেশগুলোতে বহু বিবাহের নাম করে খ্রীষ্টানগণ বিশেষ করে পাদ্রীরা যে হীন ও ক্ষীণ ভাবে ইসলামকে চিত্রিত করেন তা সত্যের প্রতি যাদের সরিষা পরিমাণ অনুরাগ আছে, ধর্মের প্রতি ন্যূনতম টান আছে তারা কখনও তা করতে পারে না। জেনে শুনে বা না জেনে অনুমান করে অন্য ধর্মের নামে মিথ্যা ছড়ান স্রষ্টার নিকট ছওয়াব বলে গন্য হবে কিনা—ইসা (আঃ) ঐ পাপের বোঝাও গ্রহণ করবেন কি না, তা তাদের খুব ধীরে সুস্থে বিচার বিবেচনা করে দেখা কি উচিত নয়? যাক, সে কথা। এখন দেখা যাচ্ছে বিশপরাই ইসলামি শিক্ষার তায়িদে কথা বলছেন। সত্যকে যে ছাই ঢাকা দিয়ে রাখা যায় না এ শিক্ষা ইসলাম বিদ্বেষ অন্ধ পাদরী সাহেবানদের হৃদয়ে যত শীঘ্র দাগ কাটে ততই দুনিয়ার জন্য মঙ্গল। সত্যের অগ্রগতি মিথ্যার আবরণে বেশী দিন ঢেকে রাখা যায় না। সত্যের ডংকা যে আপনিই বাজে। খোদার ফেরেস্তারা উহা বাজায়।

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর মৃত্যুর ঘটনা

মৌলবী মোহাম্মাদ

নবীকে হেয় করিয়া জনগণকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সম্বন্ধে জঘন্য মিথ্যা প্রচার করা মহাপাপীগণের চিরাচরিত রীতি। এমন কি তাঁহাদিগের পবিত্র ও নির্মল মৃত্যুর ঘটনার উপরও এই সব মহাপাতকগণ নিজেদের অপবিত্র মনের নোংরা তুলির আঁচড় দিতে ছাড়ে নাই। ইহুদীরা হজরত ঈসা (আঃ)-এর মরণকে অভিশাপের রূপ পরাইতে চাহিয়াছিল, খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ নবী কূল শিরোমণি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পবিত্র মৃত্যু সম্বন্ধে সত্য বর্ণনাকে গোপন করিয়া কল্পিত জঘন্য মিথ্যা গল্প প্রচার করিয়াছে। মৌলানা আক্রাম খাঁ রচিত মোস্তফা চরিতের তৃতীয় সংস্করণের ১০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত গল্পটির হুবহু উদ্ধৃতি দিলাম। তাহাতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, নবীদের বিরুদ্ধবাদীগণ কি ধরণের জঘন্য মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত হউন ঃ

বিখ্যাত খৃষ্টান ধর্ম-যাজক হেনরী স্মিথ রাণী এলিজাবেথের সময়কার লোক। তিনি স্বনাম খ্যাত Roger of wendover-এর প্রমুখাৎ নিম্ন লিখিত গল্পটির উল্লেখ করিয়াছেন—

"একদা পানোন্মত্ত অবস্থায় মোহাম্মাদ তাঁহার প্রাসাদে বসিয়া আছেন এমন সময়, তাঁহার পুরাতন রোগটির আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া তিনি খুব তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। যাওয়ার সময় সকলকে বলিয়া গেলেন যে, কোন দেবদূতের আহ্বানে তিনি উঠিয়া যাইতেছেন। এ অবস্থায় কেহ যেন তাঁহার অনুসরণ না করে, অন্যথায় দেবদূতের কোপে তাহাকে নিধন প্রাপ্ত হইতে হইবে। রোগাক্রমণের ফলে মাটিতে পড়িয়া আঘাত প্রাপ্ত না হন—এই উদ্দেশ্যে, অতঃপর তিনি একটা গোবরগাদার উপর উঠিয়া বসিলেন। সেই সময় রোগাক্রমণের ফলে তিনি সেখানে পড়িয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতে লাগিল। ইহা দেখিতে পাওয়া মাত্র একপাল শূকর সেখানে ছুটিয়া আসিল ও তাঁহাকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিল এবং এইরূপে মোহাম্মাদের জীবন-লীলার অবসান হইয়া গেল। এই সময় শূকরের চীৎকার শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনবর্গ সেখানে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের প্রভুর শরীরের অধিকাংশই শূকরদল খাইয়া ফেলিয়াছে। তখন তাঁহারা দেহের অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে একটি স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত কাষ্ঠ পেটিকার মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং সকলে একত্র হইয়া

ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, স্বর্গের দেবদূতরা প্রভুর শরীরের অল্পাংশ মাত্র মর্ত্ত্যবাসীদিগের জন্য রাখিয়া আনন্দ কোলাহল সহকারে তাঁহার অধিকাংশ স্বর্গধামে লইয়া গিয়াছেন। মুসলমান জাতির শূকরের প্রতি ঘৃণার মূল কারণ ইহাই।" [১]

ইমাম মাহ্‌দী ও মসিহ্ মাউদ হযরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর ঘটনাকেও মিথ্যা তুলির ক্লেদাক্ত মসিতে আঁকা হইয়াছে। আমরা তাই জমাতের ও বাঙলা ভাষী ভাইগণের অবগতির জন্য প্রকৃত ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করিলাম। আশা করি যাহারা এ বিষয়ে অজ্ঞতাবশতঃ ভিন্ন কথা কহেন তাঁহারা নিজেদের সংশোধন করিয়া আল্লাহ্-তা'লার ক্ষমালাভের অধিকারী হইবেন।

নিম্নলিখিত বর্ণনার প্রথমাংশ হযরত মিয়া বশীর আহ্‌মদ (রাঃ)-এর উর্দু পুস্তক "সিলসিলা আহ্‌মদীয়া" হইতে ও দ্বিতীয়াংশ মৌলবী আবদুল কাদের সাহেব লিখিত "হায়াতে তাইয়েবা" হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে।

(১)

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) ১৯০৮ সনের ২০শে মে তারিখে যখন "পয়গামে সুলেহ" অর্থাৎ "শান্তির বার্ত্তা" পুস্তক রচনায় নিযুক্ত ছিলেন তখন তাঁহার নিকট এলহাম হইল :

الرحيل ثم الرحيل والموت قريب

অর্থাৎ, "যাত্রার সময় নিকটবর্তী। হাঁ, যাত্রার সময় নিকটবর্তী, এবং মৃত্যু নিকটবর্তী।"

উপরোক্ত এলহামের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। তাই হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-ও ইহার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু প্রত্যেক বোধসম্পন্ন ব্যক্তি বুঝিতেছিলেন যে, এখন নির্দিষ্ট সময় মাথার উপর আসিয়া গিয়াছে। এ জন্য হযরত আম্মা সাহেবা একদিন বিচলিত হইয়া হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-কে বলিলেন, "চলুন আমরা কাদিয়ান ফিরিয়া যাই।" তিনি উত্তর দিলেন, "এবার আল্লাহ্ যখন আমাকে লইয়া যাইবেন, তখনই আমি যাইব।" তিনি দস্তুর মত পয়গামে সুলেহ্ পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত থাকিলেন। বরং তিনি পূর্বাপেক্ষা বেশী একাগ্রচিত্ততা ও মনোযোগের সহিত লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে ২৫ শে মে তারিখে সন্ধ্যা বেলা রচনা প্রায় সম্পন্ন করিয়া উহা কাতেবের হস্তে সমর্পন করেন এবং আসরের নামায শেষ করিয়া অভ্যাসমত সান্ধ্য ভ্রমনের জন্য বাহিরে আসিলেন। একটি ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী ঘণ্টা হিসাবে চুক্তি করিয়া আনা হইয়াছিল। উহা বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহার বিশ্বস্ত সঙ্গী শেখ আবদুর রহমান সাহেব কাদিয়ানীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গাড়োয়ানকে বলিয়া দিন ও ভালভাবে বুঝাইয়া দিন যে, উপস্থিত আমার নিকট মাত্র এক ঘণ্টার ভাড়ার পয়সা আছে। সে যেন

[১] Flowers of History. (প্রথম খণ্ড, ৭৪পৃঃ) Bohn, 1819.

আমাদিগকে ততখানি দূর লইয়া যায় যাহাতে এই সময়ের মধ্যে ভ্রমন শেষ করিয়া আমরা বাড়িতে পৌঁছিতে পারি।" তদনুযায়ী ঐরূপই করা হইল এবং তিনি কয়েক মাইল ভ্রমন শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এ সময়ে তিনি বিশেষ কোনরূপ পীড়িত ছিলেন না। শুধু অবিরাম রচনার কাজে লিপ্ত থাকার কারণে তাঁহাকে কিছু দুর্বল দেখাইতেছিল এবং মনে হয় আসন্ন ঘটনার গুপ্ত প্রভাবে তিনি এক প্রকার তন্ময় এবং নির্বিকার ভাবে আচ্ছন্ন ছিলেন। তিনি মগরেব ও এশার নামায পড়িলেন। তাহার পর কিছু আহার করিয়া বিশ্রামের জন্য শয্যা গ্রহণ করিলেন।

মহাযাত্রা

রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় তাঁহার পায়খানার বেগ হয়। তিনি উঠিয়া পায়খানা যান। তাঁহার প্রায়ই পেটের অসুখ হইত। এবার তাঁহার একবার পায়খানা হওয়াতেই তিনি দুর্বলতা বোধ করিতে লাগিলেন। পায়খানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি হযরত আম্মা সাহেবাকে জাগাইয়া বলিলেন, "আমার একবার পায়খানা হইয়াছে। ইহাতে আমি অত্যন্ত দুর্বল বোধ করিতেছি।" তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বসিলেন। যেহেতু তিনি পা টিপিলে আরাম বোধ করিতেছিলেন, সেইজন্য তিনি চারপাই-এর উপর বসিয়া তাঁহার পা টিপিতে লাগিলেন। ইত্যাবসরে তিনি আবার পায়খানার বেগ অনুভব করিলেন এবং পায়খানা গেলেন। কিন্তু এবার ফিরিয়া আসিয়া এরূপ দুর্বলতা অনুভব করিলেন যে, তিনি চারপাই-এর উপর শয়ন করিতে গিয়া নিজের দেহভার সামলাইতে পারিলেন না এবং প্রায় বে-সামাল হইয়া চারপাই-এর উপর পড়িয়া গেলেন। ইহাতে হযরত আম্মা সাহেবা ঘাবড়াইয়া বলিলেন, "আল্লাহ্, একি হইতেছে?" তিনি উত্তর দিলেন, "ইহা সেই ব্যাপার যাহা আমি বলিতাম।" অর্থাৎ এখন নির্দিষ্ট সময় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, "মৌলবী সাহেব (হযরত মৌলবী নূরউদ্দীন সাহেব, যিনি তাঁহার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়াও এক সুদক্ষ চিকিৎসক ছিলেন।)-কে ডাকিয়া আন।" তিনি আরও বলিলেন, "মাহ্মুদ (অর্থাৎ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হযরত মির্যা বশীরুদিন মাহমুদ আহ্মদ সাহেব) এবং মীর সাহেব (অর্থাৎ হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব, যিনি হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর শ্বশুর ছিলেন)-কে জাগাও।" তদনুযায়ী সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে ডাক্তার সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন শাহ্ সাহেব ও পরে ডাক্তার মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেবকেও ডাকিয়া আনা হইল এবং যথা শক্তি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। মুহূর্তে মুহূর্তে

তাঁহার দুর্বলতা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ইহার পর আর একবার পায়খানা হওয়ায় দুর্বলতা এত বাড়িয়া গেল যে, তাঁহার নাড়ীর স্পন্দন থামিয়া গেল। উপুর্যপরি উক্ত কয়েক বার মাত্র ভেদ হইবার পর তাঁহার মুখ ও গলা শুখাইয়া যাইতে লাগিল। এজন্য তিনি কথা বলিতে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সময়েও তাঁহার মুখ হইতে যে কথা শুনা যাইতেছিল উহা তিনটি কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। "আল্লাহ, আমার প্রিয় আল্লাহ।" ইহা ছাড়া তিনি আর কিছুই বলিতেছিলেন না।

যখন ফজরের নামাযের সময় হইল এবং এই অধম পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, তখন তিনি ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নামাযের সময় হইয়াছে কি?" এক খাদেম উত্তর দিলেন, "হুজুর, হাঁ, সময় হইয়াছে।" তখন তিনি দুই হাত তৈয়মুমের কায়দায় বিছানা স্পর্শ করিয়া শুইয়া শুইয়াই নামাযের নিয়ত বাঁধিলেন; কিন্তু তদবস্থায় তিনি বেহুস হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহার আবার হুস হইল তখন তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নামাযের সময় হইয়াছে কি?" উত্তরে জানান হইল, "হুজুর, হাঁ, সময় হইয়াছে।" তিনি দ্বিতীয়বার নিয়ত বাঁধিলেন এবং শুইয়া শুইয়া নামাজ সমাপন করিলেন। ইহার পর তিনি অর্দ্ধ-চৈতন্য হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যখনই তিনি হুস ফিরিয়া পাইতেছিলেন তখনই সেই একই কথা শুনা যাইতেছিল, 'আল্লাহ্, আমার প্রিয় আল্লাহ্।' এবং মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁহার দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

অবশেষে সকাল দশটার নিকটবর্তী সময়ে তাঁহার মৃত্যু লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং সকলের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, বাহ্যতঃ তাঁহার বাচিবার আর কোন আশা নাই। এতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আম্মা সাহেবা একান্ত ধৈর্য ও স্থৈর্যের সহিত দোওয়ায় মশগুল ছিলেন। এবং শুধু এই কথাগুলি ছাড়া আর কোন কথা বলেন নাই যে, 'হে খোদা তাঁহার জীবন ধর্মের সেবায় নিয়োজিত, আমার জীবন তুমি তাঁহাকে দান কর।" কিন্তু যখন মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশিত হইল, তখন তিনি একান্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাঁদিয়া বলিলেন, "হে খোদা! তিনি আমায় ছাড়িয়া চলিলেন, কিন্তু তুমি আমায় পরিত্যাগ করিও না।" অবশেষে বেলা প্রায় ১০॥ টার সময় হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) দুই একটি লম্বা শ্বাস টানিলেন এবং তাহার আত্মা জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপন সদাপ্রভু ও প্রিয়র খেদমতে চলিয়া গেলেন।

انا لله و انا اليه راجعون

ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন

(২)

হুজুরের পরলোক গমনের সংবাদ সমস্ত (লাহোর) শহরে বায়ুবেগে প্রচারিত হইল। কিন্তু যেহেতু ১৯০৮ ইসাব্দের ২৫শে মে

পর্যন্ত হুজুর তাঁহার রচনার প্রিয় কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং উক্ত দিবসও অভ্যাসমত ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, সেইজন্য বাহিরের লোকের কথা দূরে যাউক লাহোরের অধিবাসী আহ্‌মদীগণও হুজুরের মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না এবং তাঁহারা এই দোয়া করিতে করিতে আহমদীয়া বিল্ডিং-এ জমা হইতেছিলেন যে, খোদা করুন যেন এই জনরব মিথ্যা হয়।" কিন্তু যখন আহমদীয়া বিল্ডিং-এ পৌঁছিয়া তাঁহারা জানিলেন যে, জনরব সত্য, তখন তাঁহারা চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা শোকের আতিশয্যে পাগল প্রায় হইয়া গেলেন। যাঁহারা হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর বিশেষ তরবিয়ত প্রাপ্ত ছিলেন তাঁহাদের চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হইলেও সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আপন আপন মনের আবেগকে সম্বরণ করিয়া হযরত আকদসের মৃত্যুর পর তাঁহাদের উপর যে দায়িত্ব পাড়িয়াছিল, উহা পালনে তাঁহারা রত হইলেন।

বিরুদ্ধবাদীগণের আচরণ

উপরে জমাতভূক্ত ব্যক্তিগণের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। জমাত বহির্ভূত জনগণ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একাংশ যাহারা ভদ্র বংশোদ্ভূত ছিলেন, তাঁহারা মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর মৃত্যু উপলক্ষে দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়াছিলেন, যেহেতু তিনি ইসলামের নির্ভীক জেনারেল ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হুজুরকে শেষবারের মত দেখিবার জন্য আহমদীয়া বিল্ডিংএ উপস্থিত হইলেন। আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাদিগকে এ-কাজের পুরস্কার দিন। অপরাংশ ইহাদের বিপরীত ভাবাপন্ন ছিল। তাহারা এরূপ কদর্য আচরণ প্রকাশ করিল, যাহা কল্পনাতেও আসে না। তাহারা আপন আপন দলপতির অধীনে ইসলামিয়া কলেজের বিরাট ময়দানে জমা হইয়া কদর্য ভাষায় শ্লোগান দিতে লাগিল ও কুৎসিৎ ভাষায় গালিগালাজ করিতে করিতে ডাক্তার সৈয়দ মোহাম্মাদ হুসেন শাহ সাহেবের বাড়ীর দিকে, যেখানে হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর লাশ মোবারক রক্ষিত হইয়াছিল, সেইদিকে আক্রমণোদ্যত হইয়া একবার আগাইতেছিল ও একবার পিছাইতেছিল। তাহাদের আচরণ দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, তাহারা এরূপ দুরভিসন্ধি পোষণ করে, যাহা কোন জাতির কোন নগন্য ও হেয় ব্যক্তিও করিবেনা।

দাফন কাফন

আহ্‌মদীগণ প্রবল অশ্লীলতা পূর্ণ জনতার বন্যাকে প্রতিরোধ করা ছাড়াও হযরত আকদাসের লাশ কাদিয়ান লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুতি করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পর বেলা দুই তিনটার মধ্যে গোছল দেওয়া ও কাফন পরানর কাজ সম্পন্ন করা হইল। ইহারপর জানাজা ডাক্তার মোহাম্মাদ হুসেন শাহ সাহেব মরহুমের বাড়ীর দোতালার নীচের বারান্দায় আনা হইল। হযরত মৌলানা

নূরউদ্দীন (রা:) জানাজার নামায পড়াইলেন। ইহাই হুজুরের প্রথম জানাজার নামায ছিল যাহা লাহোরে পড়া হইয়াছিল।

বিরুদ্ধবাদীগণ বিভিন্ন প্রকার কদর্য এবং মনুষত্বহীন ক্রিয়া-কলাপ ছাড়াও রেলওয়ে অফিসারগণকে মিথ্যা সংবাদ পৌঁছাইল যে, মির্যা সাহেব কলেরায় মারা গিয়াছেন। এরূপ করিবার হেতু এই যে, কলেরায় মৃত ব্যক্তির লাশ এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় লইয়া যাওয়া রেলওয়ে আইনের বিরোধী। কারণ কলেরা একটি সংক্রামক ব্যাধি। বিরুদ্ধবাদীগণ চাহিতেছিল যে, হুজুরের লাশ মোবারক যেন (আহমদীগণ) কাদিয়ান লইয়া যাইতে না পারে এবং তাহারা কবর দেওয়া বিষয়ে যত রকম অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা যেন বিরুদ্ধবাদীগণ দিল খুলিয়া করিতে পারে। তাহাদিগের এই আপ্রাণ চেষ্টার সংবাদ আহ্‌মদীগণ পূর্বাহ্নেই পাইয়াছিল। সেইজন্য মোকাররম শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব লাহোর মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল মেজর সাদার ল্যাণ্ড সাহেবের নিকট গেলেন। কারণ শেষ সময়ে হযরত আকদসের চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকা হইয়াছিল। বিরুদ্ধবাদীগণের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তাঁহাকে অবহিত করা হইল এবং হযরত আকদাস যে রোগে মারা গিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে ডাক্তার সাহেবের নিকট সারটিফিকেট চাওয়া হইল। তদনুযায়ী তিনি সারটিফিকেট দেন যে, তাঁহার মৃত্যু কিছুতেই কলেরা ব্যাধিতে হয় নাই। পরন্তু স্নায়ু দুর্বলতা বশতঃ-ভেদ হওয়ার জন্য হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা হযরত আকদাসের পুরাতন ব্যাধি ছিল এবং মাঝে মাঝে তাঁহার এইরূপ পীড়া হইত। যখন জানাজা ষ্টেশনে পৌঁছিল তখন রেলওয়ে কর্মচারীগণ মিথ্যা রিপোর্টমূলে আপত্তি জানাইলেন যে, "আমাদের নিকট রিপোর্ট আসিয়াছে যে, মির্যা সাহেব কলেরায় মারা গিয়াছেন। সুতরাং গাড়ী দেওয়া যাইতে পারে না।" কিন্তু যখন মেজর ডাক্তার সাদার ল্যাণ্ড সাহেবের সার্টিফিকেট দেখান হইল, তখন তাঁহারা অনুমতি দিলেন। জানাজা রিজার্ভ করা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর মধ্যে রাখা হইল।

বিরুদ্ধবাদীগণের আর এক ঘৃণিত কীর্তি

জানাজা চলিয়া যাওয়ার পর বিরুদ্ধবাদীগণ এক ঘৃণিত কীর্তি করে। তাহাদের মধ্যে একজনের মুখে কালি মাখাইয়া চারপাই-এর উপর শয়ন করাইয়া তাহারা এক জাল জানাজা তৈরী করিল। উহা উঠাইয়া, "হায় হায় মির্যা, হায় হায় মির্যা" রবে চিৎকার করিতে করিতে মুচি দরজা হইতে ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হইল। যাঁহার বিন্দুমাত্র ভদ্রতা জ্ঞান আছে তিনি এই কীর্তির স্বরূপ সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আহ্‌মদীগণ তাহাদিগের এই সমস্ত কুকীর্তি ধৈর্যের সহিত বরদাস্ত করেন এবং তাঁহাদের

তরফ হইতে কোন রূপ আপত্তিকর ব্যবহার প্রকাশ পায় নাই। অথচ তাঁহাদের শোক সন্তপ্ত অবস্থায় বিরুদ্ধবাদীগণের এই প্রকার আচরণ কত মর্মপীড়াদায়ক ও উত্তেজনা মূলক ছিল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহারা ইসলামের নামে হযরত আকদসের বিরোধীতা করিত, তাহাদিগের কীর্তি কলাপের প্রকৃতি এইরূপই ছিল।

আমরা এখানে তাহাদের এই সকল ক্রিয়ার সমালোচনা করিতে চাই না এবং উহার প্রয়োজনও নাই। পাঠক নিজেই ফয়সালা করুন, হযরত আকদাসের বিরুদ্ধবাদী, মুসলমান হইবার দাবীদারগণ সেই সময় যাহা যাহা করিয়াছিল, ইসলামের শিক্ষা, ভদ্রতা বরং মনুষ্যত্বের সহিত ঐ সকলের কতখানি সম্বন্ধ ছিল?

জানাজা কাদিয়ানে পৌঁছানো হইল

উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আকদসের দেহ মোবারক রিজার্ভ করা একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে রাখা হইয়াছিল। সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় ট্রেন রওয়ানা হইল এবং রাত্রি দশটায় বাটালায় পৌঁছিল। জানাজা গাড়ীতে রহিল। হেফাজতের জন্য খোদ্দাম পার্শ্বে উপস্থিত থাকিলেন। রাত্রি দুইটার সময় লাশ মোবারক সিন্দুক হইতে বাহির করা হইল এবং একটি চারপাই-এর উপর রাখিয়া খোদ্দাম জানাজা স্কন্ধের উপর স্থাপন করিলেন। ১১ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া লাশ মোবারক সকাল ৮ টার সময় কাদিয়ান পৌছান হইল। পথের দৃশ্য অপূর্ব ছিল। সেলসেলার মোখলেস ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রিয় প্রভুর জানাজা বহন করিয়া অশ্রুপূর্ণ চক্ষে দরুদ শরীফ পাঠ করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। প্রত্যেকেই চাহিতেছিলেন তিনি অধিকক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় স্কন্ধে জানাজা বহন করিবেন। কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, তেরশত বৎসর পর আল্লাহ্-তা'লা বিশ্ব সংস্কারের জন্য এক মহামহিম ধর্ম-সংস্কারক এবং হযরত রসুল করীম (দঃ)-এর এক নায়েবকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জানাজা বহনের জন্য সারা বিশ্বের মধ্যে শুধু তাঁহাদিগকেই আপন অসীম করুণা, ফজল ও রহমতে নির্বাচন করিয়াছেন। সুতরাং ইহা তাঁহাদিগের জন্য কোন সাধারণ শ্লাঘার বিষয় ছিল না। যাহা হউক মোহাম্মদীয়া মসিহের আশেকগণ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লাশ মোবারককে কাদিয়ানে পৌছাইলেন। সেই পবিত্র ও মোবারক দেহকে বেহেশ্‌তী মোকবেরা সংলগ্ন বাগানে পূর্ণ হেফাজতের সঙ্গে রাখা হইল। আম্বালা, জলন্ধর, কপুর্‌থলা, অমৃতসর, লাহোর, গুজরাণওয়ালা, ওয়াজিরাবাদ, জম্মু, গুজরাট বাটালা, প্রভৃতি স্থান হইতে আগত জমাতের প্রায় বার শত বন্ধুকে তাঁহাদিগের প্রিয় ধর্ম শিক্ষক ও নেতার শেষ দর্শন লাভের সুযোগ দেওয়া হইল।

১৯০৮ ইসাব্দের ২৭ শে মে তারিখে উপস্থিত জমাত একবাক্যে হযরত মৌলানা হাকীম হাফেজ নূরউদ্দীন সাহেবকে হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর প্রথম খলিফা নির্বাচন করিয়া তাঁহার পবিত্র হস্তে সকলে বয়াত গ্রহণ করিলেন।

এই ভাবে হযরত আকদসের এক এলহাম, ستا ئیس کو ایک واقعہ (ھما رے متعلق) অর্থাৎ "সাতাশে তারিখে এক ঘটনা ঘটিবে" (ইহা আমার সমন্ধে) পূর্ণ হইল।

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর সাহাবাগণের হৃদয় তাঁহার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান ছিল। কোন বস্তুই তাঁহাদের শোকাভিভূত হৃদয়ে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছিল না। তাহদিগের সান্ত্বনার একমাত্র উপায় ইহাই ছিল যে, তাঁহারা পুনরায় এক হস্তে একত্র হইয়া হযরত আকদাসের কাজকে সচল রাখেন।

শোক সংবাদ

অপরিসীম দুঃখ ও বেদনার সাথে জানাইতেছি যে, সারা জাহানের আহ্‌মদী ভাই বোনদের প্রিয় হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র হযরত মিয়া বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রাঃ) আর ইহজগতে নাই। গত ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ ইসাব্দে রোজ সোমবার সন্ধ্যা --৪৮ মিঃ-এ তাঁহার পবিত্র আত্মা ইহধাম ত্যাগ করিয়া পরম করুণাময় আল্লাহ্-তা'লার হুজুরে মহা প্রয়ান করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭০ বৎসরের কিছু উপরে।

আহ্‌মদী ভাই বোন মাত্রই জ্ঞাত আছেন, তাঁহার জন্ম ছিল মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর সত্যতার এক বিশেষ মোজেজা। আর তিনি সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়াছেন আহ্‌মদীয়াত তথা ইসলামের খেদমতে। ইসলামের খেদমতে এবং আল্লাহ্-তা'লার অস্তিত্ব প্রকাশে তাঁহার পুস্তক গুলি যতদিন দুনিয়া থাকিবে, ততদিন উজ্জল আলোক বর্ত্তিকা রূপে সত্যানুসন্ধিৎসুদের পথ পদর্শকের কাজ করিবে।

ইন্‌শাল্লাহ্ আমরা আগামী সংখ্যায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করিব।

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্দ্বারা পরাভূত হইবেন না।

তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান, সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে লেখা গ্রহণ করা হইবে না।

৩। লেখা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ লেখার অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ লেখা না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। লেখা এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় লেখা পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহমদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	„	২৫৲
„ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	„	১৫৲
„ সিকি কলম	„	৮৲
„ কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	„	৭০৲
„ „ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	২৫৲
„ „ ৪র্থ পূর্ণ	„ „	৮০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjaban Printing Works
for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar